মাতৃভাষা পিডিয়ার
তথ্য সংগ্রহ ২০২২

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২৫-২৭ জুন, ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাতৃভাষা পিডিয়ার তথ্য সংগ্রহ ২০২২

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২৫-২৭ জুন, ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাতৃভাষা পিডিয়ার তথ্য সংগ্রহ ২০২২

সম্পাদক

প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মোঃ আজহারুল আমিন

যুগ্ম-সম্পাদক

শাহ্‌নাজ পারভীন

সহ-সম্পাদক

ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ভূমিকা ও উদ্দেশ্য:

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন একটি ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠান। বাংলা ভাষাসহ বাংলাদেশের সকল নৃগোষ্ঠী ভাষাসমূহের তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইনস্টিটিউট কর্তৃক *মাতৃভাষা পিডিয়া* প্রকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় তাদের ভাষা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাই-এর অফিস আদেশ নং ৩৭.২৬.০০০০.১০৭.১৫.০০১.১৮.৫১৮, তারিখ: ১৩/০৬/২০২২ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ও তানোর উপজেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর, নাচোল ও গোমস্তাপুর উপজেলা সফর করেন।

১। প্রফেসর মো: আবদুর রহিম, সংযুক্ত কর্মকর্তা, গবেষণা বিভাগের দায়িত্ব
২। জনাব মো: মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ)
৩। জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, সংযুক্ত কর্মকর্তা, উপপরিচালক (প্রশাসন)-এর দায়িত্ব
৪। জনাব শেখ শামীম ইসলাম, সংযুক্ত কর্মকর্তা, উপপরিচালক (অর্থ)-এর দায়িত্ব
৫। জনাব মাহবুবুর রহমান খান, সংযুক্ত কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-এর দায়িত্ব

তথ্য সংগ্রহকারী দল তানোর উপজেলা সদরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ঐ উপজেলায় যে যে এলাকায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীয় লোকজন বসবাস করেন সে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন। উপস্থিত কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ তাদের ভাষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং তাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

তানোর উপজেলায় ভাষা তথ্য সংগ্রহের একাংশ

স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহায়তায় তথ্য সংগ্রহকারী দল প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তাদের মাতৃভাষা, এর ব্যবহার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিচালিত হয় তা লিপিবদ্ধ করেন।

তথ্য প্রতিবেদন:

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর তথ্য সংগ্রহকারী দল রাজশাহী জেলার তানোর ও গোদাগাড়ী উপজেলার নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী লোকজনের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। প্রথমে তানোর উপজেলার ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মজেন্দ্রনাথ লাখড়া তাদের ভাষার তথ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রকাশ নগরে মোট ৯টি পাড়া আছে এবং এগুলোতে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) ওরাওঁ বসবাস করে। তাদের ভাষায় নিজস্ব কোন বর্ণমালা নাই। তবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আছে। তাদের দ্বিঘরী আদিবাসী পরিষদ নামে একটি সংগঠন রয়েছে। বছরে ১ বার ভাদ্র মাসে তারা কারাম নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাদের সম্প্রদায়ের প্রধানকে রাজা বলা হয়।

মুণ্ডুমালা পৌরসভার মাহালি সম্প্রদায়ের জনাব আন্তন হেমরম জানান, তারা রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করেন। তানোরের ৪টি গ্রামে ১২০০-১৫০০ লোক মাহালি ভাষায় কথা বলেন। শিশুদের মাতৃভাষায় সংস্কৃতি চর্চা হয়। তিনি বলেন, পারিবারিক পরিমণ্ডলে এই ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং স্কুলে বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চা করা হয়।

নাচোল উপজেলার রোহানপুর, নওদা ক্যাথলিক মিশনে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহকারীদল এবং ওঁরাও সঙ্গীত পরিবেশনা

কোড়া ভাষার প্রতিনিধি কৃষ্ণাপুরের জনাব কুনদাইন, তানোরের জনাব অনু কোডা জানান, পুঠিয়া বাগমারা, মোহনপুর এলাকায় ৩৫-৩৬ পরিবার রয়েছে যেখানে ১১০০-১২০০ কোডা ভাষার লোক বসবাস করেন। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা নাই; রোমান হরফ ব্যবহার করেন। জনাব অনু কোডা ছাড়াও এ সম্প্রদায়ের বিমল কোডা, পবেশ কোডা সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। কামেল মার্দী, গ্রাম: চুনিয়া পাড়া, পো: চিনাসো, উপজেলা-তানোর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক। তিনি বলেন, তানোরে ১০৩টি সাঁওতাল পাড়া রয়েছে যেখানে প্রায় ৩৫,০০০ লোক বসবাস করেন। তারা কেউ কেউ রোমান হরফ আবার কেউ বা বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করেন।

সানতালি ও মাহালি ভাষার গান ও নৃত্য পরিবেশনা

গোদাগাড়ী উপজেলার প্রসাদপাড়া গ্রামের জনাব বাবুলাল মুরমু যিনি গোদাগাড়ী থানা পরগনা বাইস এর সভাপতি এবং সাঁওতালি ভাষা ব্যবহারকারী। তিনি জানান যে, গোদাগারীতে ৪০,০০০-৫০,০০০ সাঁওতালি বসবাস করেন। তারা রোমান হরফ ব্যবহার করেন এবং স্কুলে সরকারি পুস্তক পড়ানো হয় বলে জানান। সাঁওতালি ভাষায় বাইবেল আছে এবং ম্যাগাজিন, অভিধান ও গবেষণা পুস্তক প্রকাশিত হয়। পহেলা বৈশাখে তারা সহরাই/বাহা নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন। নিজেদের কমিউনিটি যোগাযোগের জন্য সাঁওতালি ভাষা ব্যবহার করা হয়। তাদের গ্রাম/গোষ্ঠী প্রধানদের মঞ্জিহাড়াম বলা হয়।

গোদাগাড়ী উপজেলায় নৃগোষ্ঠী ভাষা সংগ্রহ এবং সানতালি নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবর্গ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার গ্রাম-রাজবাড়ী, মোহাম্মাদপুর এ ওরাওঁ/সাদরি ভাষাভাষী জনাব মেঘনাথ বারোয়ার বলেন, তাদের গ্রামে ৭টি পাড়ায় ১০৭টি বাড়িতে ৪০০-৫০০ লোক বসবাস করেন। তারা অক্টোবর/নভেম্বর মাসে সহরাই/করোম উৎসব আয়োজন করেন। তাদের গ্রাম প্রধানকে

মোড়ল বলা হয়। তিনি বলেন, দিগোরি পরিষদের সভাপতি হলেন রাজা, সহ-সভাপতি হলেন মন্ত্রী। তাদের কোনো বর্ণমালা নাই। বাংলা ভাষায় লেখেন। তিনি জানান, ওরাওঁদের আরেকটা ভাষা আছে কুড়ুল (মূল ভাষা) যা রংপুরে ব্যবহৃত হয়।

গোমস্তাপুর উপজেলায় রোহানপুর নওদা ক্যাথলিক মিশনের ফাদার বার্ণাড রোজারিও মাহালি সম্প্রদায়ের ভাষাভাষীদের কথা বলেন। তিনি জানান যে, নওদা মিশনের আশেপাশের এলাকায় ৩৫০০ সাঁওতাল বসবাস করে। তিনি মিশনে চলমান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাঁওতালি, মাহালি ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ সংস্কৃতির গান ও নৃত্য পরিবেশনার আয়োজন করেন। তথ্য সংগ্রহকারী দল এগুলোর ভিডিও প্রস্তুত করেছেন।

একজন সাঁওতালি বীর মুক্তিযোদ্ধা বার্ণাবাস হাসদা-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ

রোহানপুর নিবাসী বার্ণাবাস হাসদা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার বর্ণনায় জানান যে, রোহানপুরে ৮০টি পাড়ায় প্রায় ১০,০০০ সাঁওতালি ভাষাভাষী লোকজন বসবাস করেন। তিনি বলেন, প্রায় ১৫০ বছর পূর্ব থেকে এ অঞ্চলে রোমান হরফ ব্যবহার করা হয়। গোমস্তাপুর সাঁওতাল একাডেমি নামে একটি কেন্দ্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। পারিবারিক কাজে সাঁওতালি ভাষা ব্যবহার করা হয়। তিনি ১৮৮৫ সনে এ অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বলেন। তিনি বলেন, সাঁওতালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমবিবিএস ডাক্তারসহ অন্যান্য চাকরিজীবী আছেন। শিক্ষিতের হার এ এলাকায় সন্তোষজনক। ছেলেমেয়েরা সাঁওতালি গান চর্চা করে থাকে। তিনি এ ভাষাটি সংরক্ষিত থাকুক এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বিলুপ্ত প্রায় সকল ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে বলে তথ্য সংগ্রহকারী দলকে অনুরোধ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com